যদি কিছু চাইতাম

যদি কিছু চাইতাম

সালমা খান

যদি কিছু চাইতাম
সালমা খান
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ২৫০/-(দুইশত পঞ্চাশ টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৮০৬-৬-৭
ISBN: 978-984-99806-6-7

Jadi Kisu Chaitam by Salma Khan, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid, Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 250/- (Two Hundred and Fifty Taka Only). ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : *01611-913214*

গীতিমালা
জাকিয়া পারভিন
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ২০০/-(দুইশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৮০৬-৭-৪
ISBN: 978-984-99806-7-4
Gitimala by Zakia Parvin, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 200/- (Two Hundred Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় বাবা ও
তাবীর, তাসমীকে।

ভূমিকা

সমসাময়িক এবং সামগ্রিক সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপট নিয়ে প্রতিফলিত আমার এ কবিতাগুচ্ছ বইটি। মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান ও করুণাময় আল্লাহ আমাকে কবিতা লেখার তওফিক দান করেছেন। এ জন্য মহান আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া।

যে কোনো কিছুতেই পূর্ণতা পেতে হলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির চর্চা। জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত প্রকাশ হতো। পরবর্তীকালে সামাজিক অবস্থার সাথে সাথে লেখনীতেও এসেছে পরিবর্তনের ধারা। সূর্য হয়ে উঠেছে আশা আকাঙ্ক্ষা, সমষ্টিগত চেতনা, সামাজিক ব্যাপ্তি, সংকট সংশয়দীপ্ত ছুঁয়ে গেছে আমার কবিতার মধ্যে। দীর্ঘ লেখালেখির জীবনে মাঝখানে কিছুটা স্থবিরতা এলেও মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আবার লেখনীতে গতি ফিরে আসে কিছু মান্যবর ব্যক্তিদের স্নেহাশিসের জন্য। উৎসাহে উদ্যমতায় স্বপ্ন দেখতে মানা নেই কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করা বড়ই কষ্টসাধ্য। আমার রচিত কবিতাগুলো কতটুকু সার্থক হলো সেটা নির্ভর করবে পাঠকদের উপর। বইটির কিছু কবিতা নব্বই দশকে লেখা আর বাকিগুলো সাম্প্রতিক দশকে। কবিতাগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজের সচিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। ভুল হলে অবশ্যই পাঠকবৃন্দ সুন্দর মননশীল হৃদয়ের পরিচয় দেবেন।

সূচি

যদি কিছু চাইতাম ❑ ১১
কোনো পার্সেন্টে বিশ্বাস ❑ ১২
নির্বাসিত ❑ ১৩
লিখ নাম ❑ ১৪
আমার ধরিত্রী কাঁদে ❑ ১৫
আমি এসেছি ❑ ১৬
ইতিহাস ❑ ১৭
যতোটুকু চাও ❑ ১৮
এলো উৎসর্গিত দিন ❑ ১৯
কৃত্রিম প্রাচীরের ওপারে ❑ ২০
অর্জন ❑ ২১
দিগর আত্মা ❑ ২২
জীবন এক রাস্তা ❑ ২৩
তুমি কে? ❑ ২৪
হাজার বছর ধরে ❑ ২৫
অতিশয়-লু-হাওয়া ❑ ২৬
আমার স্বপ্ন গিয়েছিলো পাশে ❑ ২৭
২৮ ❑ ছড়া
২৯ ❑ অধরা অপ্সরী
৩০ ❑ অন্য এক সময়
৩১ ❑ আল্লাহ মহান
৩২ ❑ আমার বাবা
৩৪ ❑ হে পুরুষ
৩৫ ❑ সুখ
৩৬ ❑ আমার মন আমার
৩৭ ❑ বড় মায়াহীন অন্ধকার জগৎ
৩৮ ❑ বিশ্বাস অবিশ্বাস
৩৯ ❑ বই
৪০ ❑ অনুভবে
৪১ ❑ আমার প্রাচীরকে দেবো প্রতীক
৪২ ❑ পরস্পর
৪৩ ❑ হাত ধরে হাঁটবো
৪৪ ❑ স্মৃতির মিনারে ভাসানী
৪৫ ❑ আনন্দ উৎসব
৪৬ ❑ রুচিতে নাই ঘেন্না

যদি কিছু চাইতাম

যদি, পৃথিবীর কাছে কিছু চাইবার থাকতো
তবে বলতাম–
তোমার ঐ পরিমণ্ডল থেকে কিছু
মাটি দাও, যা দিয়ে এ মনকে
পবিত্র করে তুলবো।

যদি, আকাশের কাছে চাইবার থাকতো
তবে বলতাম–
তোমার ঐ বুক থেকে কিছু
নীল দাও, যা দিয়ে এ মনকে
রাঙিয়ে তুলবো।

যদি বাতাসের কাছে কিছু চাইবার থাকতো
তবে বলতাম–
আমাকে কিছু হাওয়া দাও
যা এ মনের সব দীনতা উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

যদি, সময়ের কাছে কিছু চাইবার থাকতো
তবে বলতাম-
দেবে কি আমাকে কিছু সময়?
যা দিয়ে আমি আবার এ
জীবনকে গড়বো।

প্রকাশিত: সাপ্তাহিক বিদ্রোহী কণ্ঠ
৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ খ্রি.
মঙ্গলবার, ১৮ মে ১৯৯৩ ইং

কোনো পার্সেন্টে বিশ্বাস

এক পার্সেন্ট
দশ পার্সেন্ট
শত পার্সেন্ট
আমি কোনো পার্সেন্টে বিশ্বাসী নই
সুযোগ পেলেই হুমড়ি খাবে
পশুর মতো হিঁচড়ে দেবেই।

কোনো পার্সেন্টে আজ আর বিশ্বাসী নই
ইতিহাসের পাতায় নয়
কোন ডাকটিকিটে ধরে রাখা নয়
অতীত আগামী তার আজই।

কোন পার্সেন্টে বিশ্বাস করতে নেই
সব পুরুষের রাক্ষুসে চোখ ফুটবেই
হায়নার মত ছোবল সে মারবেই
ক্ষিদে পাওয়া শাসকের মতই।

কোন পার্সেন্টে আজ আর বিশ্বাস রাখেনি
এক প্রেমিকা আজ তার অন্য আর এক কাল
কাছে পেলে প্রেমিকা আর গণিকা নেই
অবিশ্বাসের ছোবল সে হানবেই।

(প্রকাশিত-১৯৯২ ইং
বার্ষিকী '৯২)
পত্রিকায় প্রকাশ: সাপ্তাহিক বিদ্রোহী কণ্ঠ
মঙ্গলবার, ৪ মে ১৯৯২ ইং
২১ বৈশাখ ১৩৯৯ সন

নির্বাসিত

এখনো তোমাকে স্বপ্নে দেখি
প্রিয় স্বদেশ তোমার পিতাভ রূপের মাঝে
খুঁজে ফিরি সময় আরো একটা
গাঢ়তা ভেজা মন।

এখনো তোমাকে স্বপ্নে দেখি
প্রিয় মাটি তোমার আঁচল ছেঁড়া প্রিয় কোলে
জারুলের ছায়াঘেরা উঠানে, কলমি বনে
নির্মিত কুটির যেমন।

তোমার ঐ চোখ প্রতিকৃতি পৃথিবীর মানচিত্রে
হৃদয় সমরে হুংকার তুলে, বাজে সাজে
দৃষ্টিসীমা পাল্টানোর মতন।

এখনো তোমাকে বদলে যেতে শুনি
স্রোতে ভাসা মানুষের, তোমার সংসার রূপের
বৈষয়িক নীলের হাত ফসকে জনতার
প্রতিকৃতি ও ভাঙন।

তোমার এ কোন নির্বাসন
অতলান্ত অভিমান, শ্যামল সজীব নির্বাস
মমতাহীন এ বিশ্ব মাঝে
একটু মাথা তুলে দেখো,
বল, আমার ধূসর ডানা
কোন জনতার অরণ্যে
কোন বেতফুল নিরুদ্দেশ,
ঘুড়ি সুতো ছেঁড়া জীবন।
কেন আমার এ নির্বাসন?

প্রকাশিত: সাপ্তাহিক খামোশ
১৭ নভেম্বর ১৯৯৩ খ্রি. বুধবার
৩ অগ্রহায়ণ ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

লিখ নাম

হাজার সীমানা ছাড়িয়ে
পূর্ণ করে আপন সুখে
তোমারে চাহিয়া আপন কুঞ্জে
পুষ্প-পুঞ্জে
পল্লব কম্পনে
লিখ নাম হৃদয়ে
তোমারই শুভ লগ্নে।

হাজারও দিনের স্বপ্নে
আনন্দেরই বাগানে
নতুন বর্ষের
মুখরিত আলোকে
ঘুঘু ডাকা দুপুরে
কিংবা
গোধুলি লগ্নে
লিখ নাম হৃদয় থেকে হৃদয়ে।

প্রকাশিত: সংবাদ বিশ্ব সংবাদ
(জাতীয় সাপ্তাহিক)
৬ জানুয়ারি ১৯৯৭ খ্রি.
সোমবার, ২৩ পোষ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

আমার ধরিত্রী কাঁদে

আমার ধরিত্রী কাঁদে
আজ, অন্ধকার মননের ছায়ে।
যখন–
ঊষা হৃদে কত নব প্রভাকর
কুসুম সুন্দর
ফুটিয়ে সন্ধ্যায়
এসেছে ধরিত্রীর তরণী নীরদে
হেসেছে অপ্সরী
ক্ষুদ্র বিশ্বে, কতো
যোগ্য প্রতিনিধির মাঝে
সযত্নে রক্ষিত অকুতোভয়ে
উর্ধ্বাকাশে বিরল শ্বাসে।
আমার ধরিত্রী কাঁদে
তারই কিছু ধূসর কোমল ব্যর্থ আলোকে
দ্বিতীয় ব্যক্তির উন্মনা চিন্তার তোড়ে
স্পন্দনহীন পরিত্যক্ত সময়ে
আমার ধরিত্রী কাঁদে
নিজেকে নিক্ষেপ করি
পরাজিত
তার গহ্বরে।

প্রকাশিত: দৈনিক সকালের খবর
৯ অক্টোবর ১৯৯৮ খ্রি.
বৃহস্পতিবার, ২৪ আশ্বিন ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

আমি এসেছি

আমি এসেছি
তোমার মনের দ্বারপ্রান্তে
হেথা প্রশান্তির নীল দিতে।
আমি এসেছি
ঐ ছোট মনে ঝড় তুলতে
বিরহী প্রিয়ার সাথী হতে
আমি এসেছি
তোমাকে বরণ করতে
মিলনের চির সানাই বাজাতে।

প্রকাশিত: সাপ্তাহিক মৌবাজার
শনিবার, ৮ মে ১৯৯৩ খ্রি.
২৫ শে বৈশাখ ১৪০০ বঙ্গাব্দ

ইতিহাস

তুমি আমাকে বললে- এসো
পৃথিবীর যত রঙ আছে ঘুরে দেখি
রাত্রির নির্জনতার মাঝে জোনাকীর মিটিমিটি আলোতে
সেখানে প্রভাতের স্তিমিত আলো হাসবে
ভোরের শিশির এসে গড়বে নিবাস,
সেখানে রক্তিম আশা কাঁদবে না,
জ্বলবে ঘন নীল আভাস।

আমি শুধু দুচোখ মেললাম
মমতাহীন পাপড়িতে
তুমি তাতেই বুঝে নিলে
ক্ষুব্ধ স্তিমিত।
দীর্ঘ লৌহ রেখার সাহস শিহরণ
রাত্রির অবিশ্বাস অশান্ত
আর্তনাদ, অবশেষে
এক কেউটের নিঃশ্বাস।

প্রকাশিত: সপ্তাহিক খামোশ
রোববার, ২৪ অক্টোবর ১৯৯৩ খ্রি.
৯ কার্তিক ১৪০০ বঙ্গাব্দ

যতোটুকু চাও

যতোটুকু চাও না তুমি
ততোটুকু নাও–
জীবনে চাওয়ার মাঝে
যেটুকুন পাও।

একটা দিন আসে
যা সকল মানুষ চায়
সর্বোচ্চ বিকিয়ে দিয়ে
আপন হবার আশায়
আসলে সে স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই রয়ে যায়।

যতোটুকু আপন ভেবে দিবে তার তরে
আসলে সে আরো
চায়, চায় আরো
অনেকেরেই।

প্রকাশিত: একঝাক পায়রা সাহিত্য গোষ্ঠী, টাঙ্গাইল
১৯৯৩ খ্রি., মে দিবস সংখ্যা

এলো উৎসর্গিত দিন

আলোকের বার্তাবহ
সারা জাহানে নিঃশেষে এলো
ভাঙিতে ভাঙিতে আজ গড়িতে সব রূঢ়
সকল জীবনের উৎসর্গি জীবে
প্রাণের প্রিয় স্তবক।

এলো অক্ষয় কালের বার্তা হয়ে খুশির ঝলক
আসিছে ত্যাগের দিন মূর্তিমতী এ জগতে
ব্যর্থ যে অসত্য সবই দূর হয়ে রথে
ত্যাগের আনন্দে দুলিবে ধরণী
ছুটিতে আজ প্রাণেতে যে হুংকার ধ্বনি
অনন্ত সাফল্য সকল গলিতে ফুটে
উঠুক ছোট বড়
যাচি-অযাচে
মিলিত চূর্ণ করি সংকিতাকে।

প্রকাশিত: একঝাক পায়রা সাহিত্য গোষ্ঠী, টাঙ্গাইল
কোরবানী-২ ঈদ সংখ্যা '৯৪

কৃত্রিম প্রাচীরের ওপারে

স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে
কাঁটাহীন নিস্তরঙ্গ নীলিমার পথে
আমার নির্জন সমুদ্র রঙ ছড়ায়
ভালোবাসার ভালোলাগার চোখতো
ঐ নির্জন নীল সমুদ্র।

প্রশান্তির ছোঁয়ায় ভরিয়ে দেয়
চারদিক প্রহরা বিহীন।
স্বযতনে মেলানো সে সমুদ্রে
সে আসবে, অজস্র অন্তরালে।

বসন্তের দিগন্তে ঐ আকাশ ছোঁয়া
তীরে-
প্রতিক্ষার সঞ্চয় শুধু সুবিশাল
ঐ কৃত্রিম প্রাচীরের ওপারে।
আমি দেখিনি তাকে
শুধু স্পন্দন ধ্বনি শুনতে পাই

পত্র-পল্লবীর মতো ঝিরঝির
অবয়ব ছড়ায় চারদিক
আমি বিমোহিত হই সৌন্দর্যে নয়,
নয়া আগমনে
আবার শিহরিত হয়ে উঠি
সেই চৈত্রদাহ বসন্তে।

প্রকাশিত: সাপ্তাহিক শোষিতের কণ্ঠ
বুধবার, ১২ জুন ১৯৯৪ খ্রি.
৭ আষাঢ় ১৪০১ বঙ্গাব্দ

অর্জন

তুমি কি আমায় ভুলে গেছ
ধান্যময় স্বর্ণকমল তুমি
শঙ্কিত নির্বিকার প্রাণের আকুতি
দিগন্তব্যাপী মরা ক্যাকটাস হয়ে শুধায়
অবনী ঝলমল নিষিক্ত প্রকৃতি পৃথুলাকে।

খুঁজে এসো না পৃথুলা তুমি
শ্রাবণ ধারায় কোথায় লুকিয়ে আছো
তোমাকে খুঁজতে চোখকে করেছি
আমার পৃথিবীর চেয়েও আরো শুভ্র।

মানুষ পরাজিত
তবু দাঁড়িয়ে থাকি পৃথুলা
শতাব্দীর আয় হয়ে বিশাল বটের মত
বর্জনেও বেঁধেছি পৃথুলা
নিন্দিতেও আনন্দিত।

নিস্তল দরজায় দাঁড়িয়ে আহ্বানে তুমি
টেক্সাসী হিরোর মত নিষিক্ত
অর্জেছি তোমারই খরখরে পাথর বালিতে
উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়বার কালে
ভুলতো ক্ষণিকের দ্বীপ।

ধান্যময় স্বর্ণকমল পৃথুলা তুমি অর্জিত
হয়ে এসো শ্রাবণ ধারা বর্জিয়ে।

প্রকাশিত: দৈনিক সকালের খবর
বৃহস্পতিবার, ২৮ জুলাই ১৯৯৪ খ্রি.
১৩ শ্রাবণ ১৪০১

দিগর আত্মা

অন্তহীন সুখ নিয়ে স্বদেশ থেকে
উদভ্রান্তের মত এসেছি চলে
স্বাধীন দেশে
ঝংকারিয়া বীণা।
মুগ্ধ গন্ধে আত্মহারা।
সুচারুমুখী কুসুম কলিকা
গেঁথে আমাদের কবরের
সমুজ্জ্বল দশ দিশি
করে কাব্যময়ী নিশা
বড় অস্ফুট জোছনায়
আশার আলো জেগেছিল, কুঞ্জে কুঞ্জে
দেখেছিল মুক্ত জীবনের সাঁঝে
বৃথাই আজ অমৃত দিগর
তাইতো
তোমার জন্য
আবারো ইচ্ছে জাগে
নবীন পুলকে
কল-কল্লোলে
পুলকিত ধরা
আবার জেগে উঠি ভাঙিয়া পড়া
দিগর ধরায়।

প্রকাশিত: অনুক্ষণ (ঈদ সংখ্যা)
১৯৯৭ খ্রি.
বাংলা সাহিত্য সংসদ, টাঙ্গাইল

জীবন এক রাস্তা

জীবনটা কি আদালতের ঘর
যেখানে থাকবে বিচারক, উকিল
কাঠগড়া, সাক্ষ্য আরো
থাকবে বিচারকের রায় শোনার
জন্য আসামীর ধুকধুক করা বুক।
থাকবে চারপাশে পিট পিট জোড়া চোখ
উন্মুখ হয়ে বসে ঘরে প্রিয়জন-
কিংবা,
বসে পিতামাতা জায়নামাজে
দুই হাত তুলি।
যার ইন্দ্রনীলে ঝরে বারিধারা।
না-
জীবনটা একটা রাস্তা
যাকে ইচ্ছে করলেই বয়ে
নিয়ে যেতে পারি বহুদূর।
পারি গড়ে নিতে
পারি সাজাতে।

প্রকাশিত: সাপ্তাহিক ন্যায্য কথা
বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই ২০০০ইং
৫ শ্রাবণ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

তুমি কে?

বিধাতার মন্ত্রের মতো
আমি বলি তুমি কে?
মুখোমুখি সাহসী
অথচ–
উচ্চারণেই মৃত
বিপদমুক্ত দূরত্বেই তার রূপান্তর
আলোয় মায়ার বিস্ময় জ্বেলে
দ্বিধাহীন দিনমান
ঝুলন্ত ধূলিদিন পরে
অশরীরি জালে
নন্দন আকাশে ডানা মেলবে
মৃদু হেসে
বললে-
জেনে নাও নরকুলে।

প্রকাশিত: সাপ্তাহিক ন্যায্য কথা
বিশেষ সংখ্যা
১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রি.

হাজার বছর ধরে

হাজার বছর ধরে তোমারই জন্য
দোষারোপ করবো না দ্বীপগুলো সফল
প্রত্যাশায়-
অন্তরালে জাগানো কোনো আন্দোলনে
পরাজিত হয়ে ফেরে মহীরূহ
দ্বীপান্বিতা তোমায় স্পর্শ করে কি?
জলরাশি মুক্তা বিন্দু কিংবা
উদ্দীপ্ত ছিন্নভিন্ন সত্তায়
বড় বেশি পক্ষপাত পূর্ণ অহংকার
যার অন্তরীক্ষে আমারই তপ্তবীজ
হাজার বছর ধরে তোমারই জন্য
দ্বীপান্বিতা।

প্রকাশিত: সভার বিশেষ সংখ্যা
১৯৯৬ খ্রি.
সাভার

অতিশয়-লু-হাওয়া

টসটসে রক্তে চুমো খেয়েছিলাম
খেয়েছিলাম
সবুজ মাঠের এক মুঠো মাটি নিয়ে তাতেও
অস্তিত্ব পেয়ে আশান্বিত হয়ে
কালো ক্লিপে কালো চুল যেমন কয়েদ করে রাখে
তেমনি প্রতিটি শিরায় কয়েদ করেছিলাম, যখন
গভীর অনুভূতিতে বুঝলাম, শুনলাম
মাটির প্রেমের কথা।
দ্বিধাহীন ভাবে ভালোবেসে
সজীব তৃষিত বালুচর বকুলের গন্ধে
বিশ্বখ্যাত ওষ্ঠাধর স্বপ্ন বিলিয়েছি
মাটিতে প্রকৃতিতে।

অথচ, হঠাৎ–
তৃষিত বালুচরে কারা
এ কারা গঠিত স্বাধীনতাকে
জাগ্রত করে দিচ্ছে অসংখ্য তীরবিদ্ধ পিঠ
কোন ধিক্কারের চাঁদ মাটির বুকে
ঝাপটে রাত্রির কল্প।
শাণিত বারুদেও আলোকিত হয়
স্থির পালংক।

অলক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাসে
নাড়ে লাটাই
অতিশয় কোন লু-হাওয়ার প্রিয়লোক
বিজ চণ্ডীল
এ সবুজ মানচিত্রে।

প্রকাশিত: মুক্ত বিহঙ্গ
১৬ ডিসেম্বর সংখ্যা-১৯৯৪
এক ঝাক পায়রা সাহিত্য গোষ্ঠী

আমার স্বপ্ন গিয়েছিলো পাশে

বড় কষ্ট করে, আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম,
দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ তোমার পাশে
পৃথিবীর তাবৎ কষ্টকে বর্জন করে
গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।
প্রলয়ংকারী জলোচ্ছ্বাসের প্রতিটি ঢেউকে
ডিঙিয়ে –
অথচ, তুমি নির্বিকার
মাথা তুলেছো, তোমার কবিতার শব্দের খোঁজে
শব্দেরা দাঁড়িয়ে থাকে না
আমি ছিলাম, সরল কষ্ট দূর হবে জেনে
তোমার শব্দেরা গণতন্ত্র খোঁজে আর
আমার গণতন্ত্রতো আমার পাশেই
ভেবেছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে–
তোমার শব্দেরা শিকড় আঁকড়ে পেল নৌকার পাল
বেদান্ত ভাবে আমি নিরস্ত্র, স্বপ্ন
বর্ণমালা, ফেলে কলঙ্ক লেপে চলে এলাম
বড় কষ্ট নিয়ে হলেও
সহজ চলায় ফিরে এলাম।
অগণিত আন্দোলনের গায়ে রং মেখে
যেমন পাশে দাঁড়িয়েছিলাম তেমনি
চোখ ভিজিয়ে চলে এলাম।

প্রকাশিত: সাপ্তাহিক শোষিতের কণ্ঠ
বুধবার, ২৮ মে ১৯৯৪ খ্রি.
১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪০১ খ্রিস্টাব্দ

ছড়া

ভাত ভাগ করে নেবো
সামান্য যদিও আছে
রুটি একটি দাও দেবো
আর দুবেলা না খেয়ে
সারা জীবন ক্ষুধার্ত রবো
জ্বালা আঁকড়ে যুগ যুগ রবো
তবু–
কখনো বলো না
হৃদয়ের ভাগ ছাড়ো।

প্রকাশিত: ঝিনুক
(একটি অনিয়মিত মাসিক ভাজপত্র)
৬ নভেম্বর ১৯৯৭ খ্রি.

অধরা অপ্সরী

অধরা অপ্সরী–
তোমার নিজের মাসে দোলনা
যদি তুমি নবাগত হও তবে
আলোর আকাশ পরায়ে এ মনের তারায়
যেমন কাচের ওপাশে থাকে নির্মিত আড়াল
স্পষ্ট দেখা যায় স্বরচিতাকে
দুপুর বেলা পুষ্পের গীতি গেঁথে
কূলহীন সাঁতরে
গ্রীবায় তুলো জোছনা
কাঁকড়ে কাঁদায় নির্বাপিত না তোমায়
আরো দয়ার্দ্র হয়ে মুকুরে দোদুল্য ছায়া
সবকিছু জেনে নিজেতে থেকো না
অপ্সরীর ন্যুব্জ দ্বিধান্বিত বিচ্ছেদে নয়
জল, ছড়ানো ঝর্ণার অকস্মাৎ রংধনু
সূর্যালোকের বর্ষায় বনে পথে
মাধুরী ছড়াও।
পা ছুড়ে দাও অনন্ত পাতালে
শুধু তোমার স্বাধীনতা
রক্ষার্থে।

প্রকাশিত: স্বাধীতা দিবস সংখ্যা'৯৫ অণুক্ষণ
বাংলা সাহিত্য সংসদ, টাঙ্গাইল।

অন্য এক সময়

সৃষ্টিশীল অনন্য এক সময়
অপূর্ব দীক্ষা
যৌক্তিকতা ও অস্তিত্বে ঐতিহ্যের সন্ধানে সোচ্চার হই,
সোচ্চার হয়–
হিংসা, ক্ষমা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, বিরাগে
এমনি দয়া দাক্ষিণ্যে
প্রচলিত প্রবৃত্তি মাত্রায়
বহুবার অনড়, অসার সংযোগে
লজ্জিত হতে চায় পঞ্চবান।
হতে চায়–
অনাড়ম্বর সাদাসিধে মননে
স্বসংগৃহীত খাদ্যজীবী পরিচয়ে।
শক্তি সাহসের তাচ্ছিল্যের ছলে
বিচ্ছিন্ন সেই শানে
মননের মনুষ্যত্বে
প্রতিষ্ঠিত হতে চায়।
চায় আজ
সেই সুফী সাধকের নয়া গমনের, আকাঙ্ক্ষা
নব জন্মের সেই ঐতিহ্যে।

আল্লাহ মহান

পরম করুণাময়
অসীম দয়ালু, হে আল্লাহ
তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই
তুমিই চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব
সঞ্চালনকারী তুমি জীবন-মৃত
না আছে তোমার তন্দ্রা-নিদ্রা।
না পারে কিছু ছুঁতে
তুমিই সব কিছুর উর্ধ্বে।
সারাজাহান, জমিন আসমানে
একচ্ছত্র অধিপতি তুমি
কে আছে এমন ভূমণ্ডলে?
অনুমতিহীন চালাতে দর্প
দৃষ্টির পেছনে।

সর্বজ্ঞ তুমি,
ভূ-পতি তুমি,
আকাশ জমিনের একমাত্র মালিক
তোমার অগোচরে যায় না দৃষ্টি
তোমার ইচ্ছে ছাড়া, হয় না সৃষ্টি।
সাত আসমানে তোমার সিংহাসন
জমিনেও বেষ্টিত।
তোমার কাছে কিছুই কঠিন নয়
সর্বাপেক্ষা মহান তুমি
তুমিই সর্বোচ্চ।

(আয়াতুল কুরসির বাংলা অনুবাদ অনুকরণে)।

আমার বাবা

বয়স বেড়ে গিয়েছে বাবার
তবুও বেশ মানানসই
ঐ বটবৃক্ষের মতই।

মা গত হয়েছেন ২০১২ সালে
শূন্য দৃষ্টিপটে খুঁজে ফেরে তাঁর মন,
ঐ স্মৃতিপটেই।

আমরা তার সন্তান
তাও আবার অপারগ সন্তান।
ছেলে, ছেলের বৌ, নাতনি নিয়ে তার সংসার।
চোখে দেখেন কম
কানেও শোনেন কম।

আশেপাশের মানুষ তাঁকে কী বলছে
বা কী বোঝাচ্ছে বুঝতে পারেন না সবসময়
তবু, বোঝেন মুখের অবয়ব চিহ্ন
এখনো কারো বোঝা নন তিনি
বরং........
যৌবনের বলিষ্ঠ দেহের কাঠামো
জাদরেল খেলোয়াড় এক সময়কার
দেখেছি কতো, পুরস্কার আলমারিটায়
দাপুটে নাম তার পাড়া, গ্রামময়।

এখন বাবার বয়স ৮৫
আর কতো এখনোতো আছি।
ঐ যে বলেছিলাম আমরা তার সন্তান
তা-ও আবার অপারগ।

শ্বশুর বাড়িতে আমরা বউ, শুধুই বউ
লাইসেন্স করে আনা বউ
ইচ্ছের কাছে,
দাবির কাছে বেতাল, বেমানান।

বাবা বহু কষ্টে মানুষ করেছেন
আমায়, আমাদের
মন চায় স-ব ঢেলে দেই
সাজিয়ে দেই সব-সব।

কিন্তু ঐ বললাম, তাঁর সন্তান
তাও আবার অপারগ।
একজনের পছন্দের কাছে দু'হাত
বাঁধা, পা দুটোতে বেড়ি
আর বেড়ি
ইচ্ছে, সাধ সামর্থ্যের কাছেও।

হে পুরুষ

মানুষের ব্যক্তিত্ব কতটুকু খারাপ হলে
তাকে ঘৃণা করে প্রিয়জন
কতোটুকু অস্বচ্ছতার ভেতরের অবয়ব হলে
আশেপাশের ময়লায় মুখ দেয় সে।

অথচ, কি নির্মল
সদাহাস্য, সদ্বভাব
যা সবটুকুই মেকি।

এমন একজনকেই জানি চিনি অনেকের মাঝে
যার ভেতরটা অদ্ভুত কুৎসিত
বাহিরটা
হ্যাঁ, বাহিরটা চকচকে
সদ্য লেপে দেওয়া পোস্টার।
সদালাপী মুখোশধারী দুর্বৃত্ত অহংকারী
প্রিয়জনের কাছে পাকা অভিনেতা
পরিবার তার কাছে চতুর্থ বিষয়।

মাকাল ফল একটা
রূপের গরিমায় চতুষ্পদি
ঠুনকো তার রূপের এমন মরমরতা
ধিক্কার হে পুরুষ তোমায় ধিক্কার
সফলতায় নও মুসলিম
তুমি শুধু হও নামেই মুসলিম।

সুখ

সুখ,
সবাই খুঁজে না টাকায়
কেউ খুঁজে প্রিয় মানুষটায়
আর কেউ বা অন্যথায়।

সুখ,
খুঁজতে খুঁজতে কেউ বলে ফেলে কপাল
কেউ বা ঠুনকো বলেই উড়ায়।

সুখ,
অবহেলা অনাদরে আর অবজ্ঞায়
হারায় অযাচিত সবসময়।

সুখ,
পেয়ে হাসে কেউবা
আবার সম্পর্কের ফেরে শেষ হাসিটায়।

সময়ই বুঝে নাও ওরে মন
হারিয়ে খুঁজো না সম্পর্কের সে বাঁধন
সুখের পালক কেবলই তো সময়।

আমার মন আমার

আমার মন, আমার
আমার সৌন্দর্য আমার
সে তুমি যতই বলো
কুৎসিত কদাকার
আমার বাহুল্য আমার।

হারাইনি তো কারো কাছেই
বিকোয়নি ও যে আর
ভাঙাচোরা যা যেমন
সেও তো শুধুই আমার।

তোমার অপলক কটাক্ষ যেমন
যেখানে
গড়বে না সে আর
আমার মন আমার।

বড় মায়াহীন অন্ধকার জগৎ

সমস্ত জীবনে মানুষ কতোটা
বিচ্ছিন্ন পথে চলতে পারে
কতোটা অসংলগ্ন, নির্বোধ।

না,
আমি তোমাকে জ্ঞান দিচ্ছি না
কোন উপদেশও নয়।
যৌবনের যাবত জীবন যাদের জন্য
সময়ক্ষেপণ।
তারা আজ দিব্বি কেটে পড়েছে
অথচ- তুমি আজো
ভাবছো আমি কে তোমাকে একথা
বলার?
ফিরে এসো হে অযাচিত পথিক
ফিরে এসো, এখনো সময় আছে
ভয় করো তোমার ঐ রবকে
ভয় করো তোমার ইলাহকে।

না,
যেন হয় বড্ড দেরি
কৌলিন্যতা ছেড়ে হয়ে যাও রবের
অন্যতম একজনের প্রিয়
মুখপানে চেয়ে কি ভাবছে সুজন
বড় কঠিন ময়দান
বড় মায়াহীন অন্ধকার জগৎ।
অসহায়, বড় অসহায়।

বিশ্বাস অবিশ্বাস

সময়ের কাছে নিষ্ঠার সাথে
আপনার বসবাস
আজন্ম লালিত স্বপ্ন
এক নিমিষেই হারিয়ে যায়
কখনো বিশ্বাসের কাছে কখনো বা
আপন সুকৃতির কাছে।

বিশ্বাসের অমর্যাদাকারীদের তালিকায়
আপনি দেখবেন
সে দূরের কেউ নয়
আপনার অতি কাছের মানুষ।
মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু
দূরের কেউ হয় না
সেও আপনার সবচেয়ে কাছের।

আপনার অবিশ্বাসের মানুষকে যদি
দেখেন-
তবে, সেও দূরের কেউ নন
আপনার সবচেয়ে কাছেরই মানুষ।
কাছের মানুষের থেকেই কষ্ট পেলে
বেঁচে থাকাটাই কষ্টের হয়
কখনো কখনো মৃত্যুও।

বই

বই
অনন্তকালের এক বিশাল সমুদ্র
পিপাসুমন সকাল থেকে সাঁঝে অবরুদ্ধ
মনকাড়া, অদ্ভুত এক শক্তি
চেনা জানার অচেনাকে খুঁজে প্রতিটি শব্দে
একাকিত্ব, সুখ-দুঃখ, অবসর অনুভূতি
সে এক বিশাল জ্ঞানের কুদরতি।

বই
এর ভাঁজে ভাঁজে
শব্দেরা সাজে প্রতিটি লাইনে
সাজানো গোছানো বইয়ের গন্ধে।
জুড়ি মেলা ভার, আট থেকে আশি
বইয়ের ভাঁজেই লুকিয়ে খোঁজে বেঁচে আছি
তৃষিত মনের বিবিধ চরণে
খুঁজে পাওয়ার সুন্দর এক যুক্তি
বই এর পাতাতেই যতো তৃপ্তি।

বই
বরফ ভাঙার কুঠার
আত্মার ভেতরে জমাট বাধা
হাজার বর্ষি রুদ্ধদ্বার–

বাড়ায় চেতনার বিকাশ
ছড়ায় রশ্মি চারপাশ।

অনুভবে

সবাই বলে, একসাথে পথ চললেই
হৃদয়ের মিলন হয়।
পাখির কলকাকলিতে মুখরিত
যেমন চারপাশ, তেমনি
মন ও মননেও মুখরিত হয়।

২৪টি বছর যাকে বলে দুই যুগ
এক সাথে গা ঘেঁষে রইলাম
কি? কই? কোথায়?
অথচ, রাস্তার এ রিকসাওয়ালা
যার বাস দূর গ্রামে।
সেথায় রেখে এসেছে তার ভালোবাসার
মানুষটিকে
ভালোবাসার পুরানিতে হাতে পরে
আছে বৌয়ের ব্রেসলেট।
যার অনুভবে ভরিয়ে
মানুষটি ভালোবাসার।

আর? একটি ফাগুন, অথচ।

আমার প্রাচীরকে দেবো প্রতীক

ত্যাগ করবো
আমার দূরত্বের অলস প্রাচীরকে
মেধার ছায়ায় প্রজ্ঞাকে
নির্বিবাদে জ্বলন্ত স্পর্শকে।
শ্রাবণ ভাদ্রেও পথশ্রমে ক্লান্ত
দৃশ্যমান
ক্ষমতার লাটাইকে
ঘূর্ণিপাকে কদাচিত পৌরষকে।

বৃষ্টি হয়
দুর্গ প্রাকার থেকে উঠা ধোয়া
গম্বুজ ভেজা অন্তর্ঘাত হয়ে
নির্লিপ্ত রবো
আদিম কাঠামোকে প্রতীক বানিয়ে
অন্ধকারের মৃন্ময় কীটকে বানাবো মৃত্তিকা
তখনো আমি দুর্গের ক্ষয়ে যাওয়া
অগ্নিবলয়ে বসে
ত্যাগ করবো পরিপার্শ্ব
অবশেষে দেবো
আমার প্রাচীরকে প্রতীক।

পরস্পর

হাজার বছর ধরে অপেক্ষায় তোমার জন্য
দোষারোপ করবো না–
দ্বীপগুলো সফল প্রত্যাশায়
অন্তরাল জাগানো কোন আন্দোলনে
পরাজিত হয়ে ফিরে মহিরূহ
দ্বীপান্বিতা তোমায় স্পর্শ করে কি?
জল বিন্দু কিংবা মুক্তা রাশির
উদ্দীপ্ত ভিন্ন সত্তায়।

বড় বেশি পক্ষপাত পূর্ণ অহংকার
যার অন্তরীক্ষে
হাজার বছর ধরে সোচ্চার হচ্ছে
জন্য তোমারই।
পুঁজি করে জলবীজ।

প্রকল্পের বিনাশ আরক্তিম
শুধু কৃপাবশে আমরা
পরস্পর
যেন পরস্পরের অজুহাতে।

হাত ধরে হাঁটবো

তোমার হাত ধরে আজ হাঁটবো
পৃথিবীর তাবৎ শংকাকে
তুচ্ছ করে
বাছবিচারের সমাজ সংস্কারকে চূর্ণ করে
আনন্দ ধ্বনিত
ধ্রুব ঐকতানে হাঁটবো
তোমার হাত ধরে।
নিঃশব্দে বাতাসে
আলোর গায়ে পর্দা টেনে
বিহঙ্গের পাখার মতো উন্মুক্ত তাকে
বলবো
তোমার ঐ রঙিলাদের বিদায় জানাও
আজ এটা আমাদের জন্য
নয় কোনো কথার ফুলঝুড়িতে
পথ চলার আনন্দে, হৃদয় বৃত্তে।

প্রকাশিত: সংবাদ বিশ্ব সংবাদ,
বুধবার, ৮ অক্টোবর ১৯৯৭ ইং

স্মৃতির মিনারে ভাসানী

কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন
শিয়রে যার কেবলই রচেনা স্মৃতির মিনার
ভাঙে, বারো কোটির হাড়
সূর্যের মতো জ্বলে হাজার মুঠি জনতার
কেবলই সেতার হয় প্রপাতের সহনীয় ধারা
হৃদয়ে বাজে সদা
জাগরণের সেই ভাস।
যে জাগরণী জাগায় তীক্ষ্ণতর
জলে প্রভা আঁধার পথিকে ধাবিতে
তারই বাণীতে
দিন দিন আয়ুহীন
যে, হীনবল জাতির
সর্বদা জাগায়ে দীপ
তাড়িয়ে বর্গী
সেইতো আমাদের গর্ব
হৃদয়ে ভাসানীর।

প্রকাশিত: সাপ্তাহিক বিদ্রোহী কণ্ঠ
ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং

আনন্দ উৎসব

হলুদ ফাগুনের আকাশে আজ মাতোয়ারা
সবুজের বুকে চলে আলটুসি রঙের ছোঁয়া
আকাশে বাতাসে, হৃদয়ে মননে, বহিছে আনন্দ হাওয়া।

উচ্ছ্বসিত আজ আনন্দে শিশুরা মাতোয়ারা
পবিত্র বিদ্যা প্রাঙ্গণে আজ কতই লুটোপুটি
মনে আনে অচিন্ত্য উৎসব আনন্দে কুটিকুটি।

স্মৃতির রোমন্থনে পুলকিত হৃদে
আজ বসেছে আনন্দ উৎসব
জানি এর চেয়ে বড় নেই কোন
খুশির স্পন্দন বাতায়ন।

চারপাশে ভীড় কোলাহলমুখোর
ছাত্রী-শিক্ষক মহামিলনে
আগল ভাঙা বাধন খোলা
রঙে মাতোয়ারা দ্বারে।
আনন্দ উৎসবে এলো নানান রঙের পাখি
বসেছে দেখো ফুলের মাঝে কতো প্রজাপতি

অকস্মাৎ সন্ধ্যায় উৎসব বদলে
বাতাস ফেলে শ্বাস।

ফিরে যেতে হয়, আনন্দ ক্ষণের
রেশ তবুও রয়ে যায়।

রুচিতে নাই ঘেন্না

আছে ভাই রুচি
যেমন তেমন যেটাই পাবো
সেটাই খাবো চাটি।

আছে ভাই রুচি...
যেমন ধরো, খোলা মাঠে
দোকান-পাটে, অলি-গলি
শূন্য হাটে, যে যেমন পটে।

রুচি ভাই আছে
তাইতো যাই না মানার কাছে
সরকারি-দরকারী, আমলা-কামলা
খেতে পারি টানা-
তাইতো বলি ভাই
রুচি আছে বলে তাই-
টেবিলের নিচে-উপরে
রুচিতে ঘেন্না নাই।